

সম্মানিত সকল সদস্যের অবগতির জন্য

বিষয়ঃ তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের মালিকানাধীন গাজীপুর ও সাভার এলাকার অবকাঠামোর হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ সংক্রান্ত।

বিজিএমইএ'র সকল সম্মানিত সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর ও সাভার এলাকায় অবস্থিত বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

‘শিল্প’ শ্রেণির হোল্ডিং ট্যাক্স (গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন)

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রতি বর্গফুটের জন্য ৭ টাকা।
- ২ পদ্ধতিতে স্থাপনার বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে কর ধার্য করা হয়। যথা:-
 - ১) ভাড়া ব্যবহার ভিত্তিতে ও
 - ২) হোল্ডিং মালিক নিজে ব্যবহার করলে।
- পাকা স্থাপনার ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রতি বর্গফুটের জন্য ৭ টাকা।
- আধাপাকা স্থাপনার ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রতি বর্গফুটের জন্য ৫ টাকা।
- স্থাপনার এ্যাসেসমেন্ট করা হয় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক। এটি চলমান প্রক্রিয়া।
- মালিক নিজে স্থাপনা ব্যবহার করলে বার্ষিক মূল্যায়ন হতে ৪০% সুবিধা পাবেন। তবে ভাড়া নিয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৪০% প্রাপ্ত সুবিধা প্রযোজ্য হয় না।
- ভাড়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিক সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ভবন বা ফ্লোর স্পেস ভাড়া নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ট্যাক্স হালনাগাদ পরিশোধ করা আছে কি-না, পূর্বের অনেক কর বকেয়া রয়েছে কি-না এসব বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ভাড়ার চুক্তি স্বাক্ষর করা সমীচীন হবে।
- যদি গৃহ নির্মাণে ঋণ নিয়ে তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্যায়ন হতে বার্ষিক সুদের পরিমাণ বাদ দিয়ে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
- শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে মোট বার্ষিক হোল্ডিং কর (ভূমি ও ইमारতের উপর ৭% + আলো কর ৩% + ময়লা নিষ্কাশন কর ৭%) = ১৭%।

রিভিউ ও আপিলের ক্ষেত্রে:

- পূর্বে মেয়র, প্রকৌশলী, কাউন্সিলর, এ্যাডভোকেট (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত) এদের সমন্বয়ে গঠিত কর পর্যালোচনা পরিষদে (এআরবি) আপিল করা যেত।
- বর্তমানে নির্ধারিত ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বোর্ডের সভাপতি বরাবর আপিল করতে হয়।
- আপিলের ক্ষেত্রে The Municipal Corporation Taxation Rules 1986 -এর ১৮ ধারা অনুযায়ী রিভিউ বোর্ড সর্বোচ্চ ১৫% কর মওকুফ বা হ্রাস করতে পারে।

- এই ১৫% এ সম্মুখ না হলে রিভিউ রেটের ৭৫% ও বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স (যদি থাকে) জমা দিয়ে ৬০ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশন বরাবর ধার্য করের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। বিভাগীয় কমিশনার ১২০ দিনের মধ্যে এটি নিষ্পত্তি করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
- The Municipal Corporation Taxation Rules 1986 -তে কোন আপিলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার কত শতাংশ হ্রাস করতে পারবেন তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে $সচরাচর ১৫+১০ = ২৫\%$ হ্রাস/মওকুফ হয়ে থাকে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ এর পত্র অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে পূর্বে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি এবং হালনাগাদ হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ সংযুক্ত করার বিধান রয়েছে।
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর অফিস আদেশ অনুযায়ী বকেয়া কর আদায় সাপেক্ষে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার বিধান রয়েছে।
- চলতি অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স ৪টি কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা আছে। তবে বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স কিস্তিতে পরিশোধের বিধান নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারও যদি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত কোন হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া না থাকে, তাহলে তিনি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি কোয়ার্টারের কর পরিশোধ করে আগামী ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্স পাবেন। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত তার অনুকূলে এক বা একাধিক অর্থবছরের কর বকেয়া থাকলে সেটি কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ আইনে নেই।
- চলতি অর্থবছরের মধ্যে বকেয়া ট্যাক্স পরিশোধ করা না হলে ১৫% জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে।
- হোল্ডিং ট্যাক্স অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ৫%, ২টি বা ৩টি ত্রৈমাসিক ক্ষেত্রে ৭.৫% এবং বার্ষিক কর অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০% রিবেট (কর ছাড়) পাওয়া যায়।

৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী বর্তমানে ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। এটি ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছে এবং ২০২৮ সালের ৩০ জুন শেষ হবে। এটি শেষ হলে রিভিউ ও আপিল রেট সুবিধা কার্যকর থাকবে না। অর্থাৎ ১ জুলাই ২০২৮ খ্রিঃ হতে কোন অবকাঠামোর প্রাথমিক ধার্য রেট পুনর্বহাল হবে।

নমুনাঃ মালিক নিজে ব্যবহার

ধরা যাক "ক" একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহার মোট আয়তন ৯২২০ (পাকা) + ৫৮১৫০ (অধাপাকা) বর্গফুট

স্থাপনার প্রকৃতি	পরিমাণ	বর্গফুট	x	মাসিক ভাড়া	x	বাৎসরিক	=	মূল্যায়ন
ক) পাকা স্থাপনা	৯,২২০	বর্গফুট	x	৭	x	১২	=	৭,৭৪,৪৮০
খ) অধাপাকা স্থাপনা	৫৮,১৫০	বর্গফুট	x	৫	x	১২	=	৩৪,৮৯,০০০
মোট							=	৪২,৬৩,৪৮০
রক্ষনা বেস্কনের জন্য ২ মাসের ভাড়া বাদ দেওয়া হয়েছে (-)							=	৭,১০,৫৮০
মোট							=	৩৫,৫২,৯০০
মালিক নিজে ব্যবহার করলে ৪০% প্রাপ্ত সুবিধা (-)							=	১৪,২১,১৬০
মোট							=	২১,৩১,৭৪০
(হোল্ডিং কর ৭% + আলো কর ৩% + ময়লা নিষ্কাশন কর ৭%) ১৭% হারে কর							=	৩,৬২,৩৯৬
তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র								

পাতা - ২/ ৪

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সাপোর্ট (ওএসএস) সার্ভিস

- বিডার ওয়ান স্টপ সাপোর্ট (ওএসএস) সার্ভিসের সাথে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন যুক্ত হবে। সার্ভিসটিতে আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এটি কার্যকর হলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে। ট্রেড লাইসেন্স ফি ও হোল্ডিং ট্যাক্সও অনলাইনে প্রদান করা যাবে। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স সেবা প্রদান করছে।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শহরের উন্নয়নে হোল্ডিং করের শুরু

- হোল্ডিং ট্যাক্স সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। এই অর্থ দ্বারা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, মহানগরীর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার, সড়কবাতি স্থাপন, সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প ও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। তাই নিয়মিত হোল্ডিং কর পরিশোধ করে গাজীপুর মহানগরীকে একটি সুন্দর, আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়ার জন্য সম্মানিত পোশাক শিল্প মালিকগণকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হলো।

সচেতনতামূলক লিফলেট

- হোল্ডিং কর বিষয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্রকাশিত সচেতনতামূলক লিফলেটটি সদস্যগণের বোধগম্যতার জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

হোল্ডিং ট্যাক্স (সাভার)

ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল ২০১৩ এর ধারা ৩ অনুযায়ী:

ইমারত ও ভূমির উপর কর:

কোন পরিষদের এলাকাভুক্ত কোন ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের শতকরা ৭ টাকার অধিক হারে কর আরোপ করা যাবে না।

ইউনিয়ন পরিষদ কর নিরূপণ ও আদায় এর কৌশল সংক্রান্ত নির্দেশনা:

তিনটি পদ্ধতিতে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে কর ধার্য করা হয়। যথা:-

- ১) ভাড়ার ভিত্তিতে
- ২) গৃহে মালিক নিজে থাকিলে
- ৩) আংশিক ভাড়া ও আংশিক গৃহে মালিক থাকিলে

করের সর্বোচ্চ হার:

- মডেল ট্যাক্স সিডিউল ১৯৬১ (ইউনিয়ন কাউন্সিল) মোতাবেক গৃহ ও দালান কোঠার উপর ইউনিয়ন পরিষদ সর্বোচ্চ ৭% হারে কর ধার্য করতে পারবে। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি হোল্ডিং এর বেলায় ৫০০ টাকার বেশী কর ধার্য করা যাবে না। কিন্তু ফার্ম, কোম্পানী, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানার বেলায় এ নিয়ম কার্যকরী হবে না।
- যদি গৃহ নির্মাণে গৃহ নির্মাণ সংস্থা হতে ঋণ নিয়ে তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য হতে বার্ষিক সুদের পরিমাণ বাদ দিয়ে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
- ফায়ার লাইসেন্স এর ফ্লোর স্পেসকে ভিত্তি ধরা হয়।

পাতা - ৩/ ৪



BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি

— বাংলাদেশ তৈরি —

- এ্যাসেসম্যান্ট করা হয় থার্ড পার্টি কর্তৃক।
- এ্যাসেসম্যান্টের উপর ভিত্তি করে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়।
- নির্ধারিত ট্যাক্স মনোঃপূত না হলে ইউনিয়ন পরিষদ, ইউএনও, জেলা প্রশাসক সর্বশেষ বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপত্তি দাখিল করা যায়।

নমুনাঃ ভাড়ার ভিত্তিতে

তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, শিল্প কারখানা/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতি ১ বর্গফুট আয়তনের মাসিক ভাড়া ১০-১৫ টাকা।

ধরা যাক "ক" একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহার মোট আয়তন ১০০০ বর্গফুট

তাহলে "ক" এর বার্ষিক মূল্য= (১০০০*১০*১২)-(১০০০*১০*২) [রক্ষনা বেক্ষনের জন্য ২ মাসের ভাড়া বাদ দেওয়া হয়েছে]

$$= ১,২০,০০০ - ২০,০০০$$

$$= ১,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

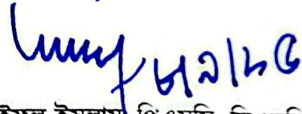
$$\text{ধার্যকৃত কর, ৭\% হারে} = ১,০০,০০০ * ৭\%$$

$$= ৭,০০০ \text{ টাকা}$$

তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর ৩\% = ১,০০,০০০ * ৩\% = ৩,০০০ টাকা।

অতএব, হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে উপরোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ ব্যাপারে আপনাদের কোন মতামত থাকলে লিখিতভাবে বিজিএমইএ-কে অবহিত করুন।

ধন্যবাদান্তে,



মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)

সচিব (ভারপ্রাপ্ত)